পুস্তক পর্যালোচনা ঃ রবার্ট ফ্রস্টের নির্বাচিত কবিতা

(অনুবাদ ঃ কবি শামসুর রাহমান)
মোঃ আনোয়ার হোসাইন *

কবি পরিচিতি

সমকালীন মার্কিন সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রবার্ট ফ্রস্টের জন্ম ক্যালিফোর্নিয়ায় ১৮৭৫ সালের ২৬শে মার্চ। মূলত নিউ ইংল্যান্ডের একটি প্রাচীন পরিবারের সন্তান তিনি। রবার্ট ফ্রস্টের পূর্বপুরুষ ছিলেন স্কটল্যান্ডের অধিবাসী। তাঁর মায়ের নাম ইসাবেল মুডি, যিনি ছিলেন একজন শিক্ষিকা, বাবার নাম উইলিয়াম প্রেসকট ফ্রস্ট, যিনি প্রথমে ছিলেন একজন শিক্ষক, তারপর সম্পাদক এবং তারও পর রাজনীতিক।

আমেরিকার সবচেয়ে বড় কবি বলে পরিচিতি হওয়ার বহু পূর্বে রবার্ট ফ্রস্ট নিজের হাতে চাষের কাজ করতেন। তারও আগে ম্যাসাচুসেটস এর একটি মিলে সুতো গুটানোর কাজ করতেন, তাছাড়া জুতো তৈরী ও গাঁয়ের স্কুলে শিক্ষকতার কাজেও তিনি নিযুক্ত ছিলেন। মাত্র দশ বছর বয়সে রবার্ট পিতাকে হারান। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মা'র সঙ্গে ফিরে যান নিউ ইংল্যান্ডে, সেখানে তিনি স্বাধীনভাবে মানুষ হন। বেশ বড় বয়সে (১৪ বছর) তার পড়াশোনা শুরু হয়। ইমার্সনের দার্শনিক ভাবধারার চেয়ে পো'র গীতিধর্মিতা তাঁর বেশী ভালো লাগে। বস্তুত কবিতার গীতিময়তাই তাঁর কবি মানসকে প্রথম আকর্ষণ করে।

পনের বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয় লরেন্স হাইস্কুল বুলেটিনে। উনিশ বছর বয়সে 'দি ইনডিপেনডেন্ট' পত্রিকা সম্মানী দিয়ে তার কবিতা গ্রহণ করেণ। বিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিলো তাঁকে প্রকৃতপক্ষে। রবার্ট ফস্টের প্রথম বই 'এ বয়েজ উইল' বিশ বছর পরেই প্রকাশিত হয়েছিলো, আর প্রমাণ করেছিলো তিনি সত্যিকার একজন কবি।

---

* উনবিংশ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের প্রশিক্ষণার্থী (ক্রমিক নং খ-২২৬), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

১৯১৫ সালের প্রথম দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অল্পদিন পরেই ফ্রস্ট এলেন আমেরিকায়। এসে দেখেন তিনি রীতিমত বিখ্যাত হয়ে গেছেন। তাঁর দু'খানি বইই বিক্রি হচ্ছে এখানকার দোকানে দোকানে। যে অজ্ঞাত কবি আমেরিকা ত্যাগ করে গিয়েছিলেন তিনিই ফিরে এলেন 'মার্কিন কাব্যের নব-যুগের' নেতা হয়ে। ফ্রস্টকে শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য তিনবার 'পুলিৎজার' পুরস্কার দেয়া হয়। এ সৌভাগ্যটি সমকালীন কবিদের আর কারো হয়নি। ১৯৩১ সালে কালেক্টেড পোয়েমস এর জন্যে; ১৯৩৭ সালে 'এ ফার্দার রেঞ্জ' ও ১৯৪৩ সালে 'এ উইটনেস ট্রি'র জন্যে তাকে পুলিৎজার পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। অন্যান্য সম্মানও এসেছে প্রায় সাথে সাথেই।

১৯১৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত আমহার্ষ্ট কলেজের ফ্যাকাল্টিতে থাকেন তিনি। ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সাল এবং পুনরায় ১৯২৫-২৬ সালে মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক কবির সম্মানলাভ করেন। ১৯৩৬ সালে হার্ভার্ডে তিনি চার্লস ইলিয়ট নটন লেকচার প্রদান করেন। ভারমন্টের গ্রীন মাউন্টেন্সে তিনি বিখ্যাত 'ব্রেড লোভ স্কুল অব ইংলিশ' শিক্ষায়তনটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯২০ সাল পর্যন্ত সেখানে শিক্ষকতাও করেন। কলম্বিয়া, ডার্টমাউথ, ইয়েল, হার্ভার্ড এবং অন্যান্য আরো কতকগুলি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় তাকে অনারারী ডিগ্রি প্রদান করেন। যে অল্পসংখ্যক লেখক ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব আর্ট এন্ড লেটার্স থেকে স্বর্ণপদক পেয়েছেন তিনি তাঁদের অন্যতম।

এইসব সম্মান কোনদিনও কবি ও মানুষ ফ্রস্টকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তাঁর একক শক্তি ও গভীর আত্মপ্রত্যয় তাঁর মানবসত্তা ও কর্মে সমভাবে বিদ্যমান। একটি কর্মবহুল জীবনযাপন শেষে ১৯৬৩ সালের ২৯শে জানুয়ারী, ৮৮ বছর বয়সে কবি বোস্টনের এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সমালোচনা ঃ আংগিক / বিন্যাস /অলংকরণ

রবার্ট ফ্রস্টের নির্বাচিত ৫০টি কবিতার এই সংকলনটি মূলত আমার দৃষ্টি কেড়েছে বইটি প্রকাশনার সময় দেখে। সমসাময়িক কালে এ ধরনের একটি নান্দনিক গঠনের প্রকাশনা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে বৈ কি। বইটির প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৬৮ ইং (মোতাবেক আশ্বিন, ১৩৭৫ বাংলা), প্রকাশ করেছে সে সময়ের অন্যতম অগ্রণী প্রকাশনা সংস্থা 'খোশরোজ কিতাব মহল'। প্রায় তিন দশক পূর্বে প্রকাশিত বইটির ছাপা ঝক্‌ঝকে পরিস্কার। ছাপা হয়েছে মনোটাইপ লেটার প্রেসে। কবিতার শিরোনাম লিখিত হয়েছে অপেক্ষাকৃত বড় নান্দনিক কনডেন্সড্ হরফে। কবিতার 'বডি' প্রায় দশ দশমিক পাঁচ পয়েন্ট হরফে ছাপা।

পুস্তকের পরিচিতি পাতায় লিখা হয়েছে "Bengali Translation of fifty poems of Robert Frost, selected with introduction of & commentary by louis Untermeyer, Copyright 1930, 1939, 1943, 1946, 1958, 1967 by Holt Rinehart & Winston Inc. Copyright 1936 by Robert Frost. Copy 1964 by Lesley Ballantine. This edition was published by arrangement with Holt, Rinehart & Winston Inc."

এই পরিচিতি থেকে কবিতাসমূহ প্রকাশের প্রথম সময়কাল জানা যাচ্ছে। তবে একটা বিষয় কিছুটা অস্পষ্ট যে, নির্বাচিত কবিতার এই সংকলনটি কোথায় কার দ্বারা নির্বাচিত ও সংকলিত হয়েছে। লুই আন্টারমেয়ারের ভূমিকা ও সমালোচনায় বিষয়টি উল্লিখিত হয়নি; এমনকি পরিশিষ্টে অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর লিখাতেও এ সম্পর্কে পরিস্কার বলা হয়নি। তবে কবিতার বিন্যাস ও গাঁথুনি দেখে ধারণা করা যায় যে, এটি খুব সম্ভবত সরাসরি অনুবাদ কর্ম যার পরিশিষ্টে অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নিবন্ধটি সংযুক্ত হয়েছে।

এই কবিতা সংকলনের গুরুত্বপূর্ণ ও বিশিষ্ট একটি দিক হচ্ছে, বেশীরভাগ কবিতার সাথে উপযুক্ত নিসর্গচিত্রের অলংকরণ এবং সংক্ষিপ্ত কবিতা পরিচিতি/সমালোচনা। তবে বইয়ের কোথাও অলংকারিকের নাম খুঁজে পাওয়া গেলো না। অবশ্য প্রতিটি কবিতার পৃথক পৃথক ভূমিকা লুই আন্টারমেয়ার কর্তৃক লিখিত হয়েছে বলে মনে হয়। এই ভূমিকাংশ বইটিকে তথা পৃথকভাবে প্রতিটি কবিতাকে উপভোগ্য করতে সাহায্য করে, বিশেষত যাঁরা কবিতার অন্তরতম রসানুসন্ধান করেন তাঁদের জন্য এটি অতিরিক্ত চিন্তার খোরাক যোগাবে।

অনুবাদ (সমালোচনা)

এ দেশের আরেকজন বরেণ্য কবি, যিনি তাঁর স্বীয় কর্মের দ্বারা আধুনিক বাংলা কাব্যের অঙ্গনে শীর্ষ স্থানটি ইতোমধ্যেই অর্জন করেছেন, সেই কবি শামসুর রাহমান গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন। শামসুর রাহমানের কবি পরিচিতির বাইরে সার্থক অনুবাদক হিসেবে আবির্ভাব ঘটেছে এই অনুবাদ কর্মের মাধ্যমে। এই অনুবাদ প্রাঞ্জল ও স্বতস্ফুর্ত; বেশীরভাগ অনুবাদ কর্মের মতো এখানে ভাষার আড়ষ্টতা নেই; আছে স্বাভাবিক গতিময়তা-শব্দের যথাযথ প্রয়োগ। বিশেষত যে সব কবিতায় ছন্দের অন্তমিলের বিষয়টি মুখ্য, সেখানে অনুবাদের ক্ষেত্রে শব্দ প্রয়োগ ও কবিতার যথাযথ ভাবের প্রকাশসহ ছন্দের সংরক্ষণ প্রশংসনীয়। যেমনটি দেখা যায় ফ্রস্টের

'DESIGN' শীর্ষক কবিতায়। অনুবাদক কর্তৃক এটি অনূদিত হয়েছে 'অভিসন্ধি' নামে। কবিতাটিতে একটা সাদা মাকড়শার উল্লেখ আছে। সেই সাদা মাকড়শা ধরে রেখেছে একটা সাদা পোকাকে-এতে একটা পূর্ণ সাদা রংয়ের বিন্যাসের জন্ম হয়েছে। এই বিভ্রান্তি আর অন্ধকারের জগতের একটা উদ্দেশ্য, একটা অভিসন্ধি রয়েছে-এই ভাবটাই ব্যক্ত হয়েছে 'ডিজাইন' কবিতায়।

"... কেন সেই ফুলটিকে ঘিরে
সাদা রঙ? এ ভোর বেলায় কেন সব সাদাময়?
কে আনলো মাকড়শাটিকে অত উর্ধ্বে ধীরে ধীরে,
তারপর পোকাটাকে নিয়ে গেলো সেখানেই রাত্তি?
এত ক্ষুদ্র বস্তু যদি দূরভিসন্ধি শাসিত হয়,
আঁধারের অভিসন্ধি পারে সে কি না দেখিয়ে ভয়?"

এছাড়া ফ্রস্টের সরল প্যাষ্টোরাল কবিতাগুলো অনুবাদ করতে গিয়ে যেভাবে সরল শব্দের আবহে শব্দকল্প/চিত্রকল্প তৈরী করেছেন, তা এক কথায় অসাধারণ। যেমন আছে The Cow in Apple Time (আপেলের দিনে গরুটা) কবিতায়। গরুটা অনেকগুলো পাকা আপেল খেয়ে ফেলেছে, তার ফলে "Scorus a pasture withering to the root." ছিবড়ো-মাথা মুখে আপেলের রসে মাতাল হয়ে লাফিয়ে টপকে পেরুচ্ছে ফটক আর দেয়াল। কোন বাধাই তার পথরোধ করতে পারছেনা।

"সেই গ্রীষ্মে কি যে হলো হঠাৎ নিঃসঙ্গ গরুটার
দেয়ালটা নিমেষে ডিঙ্গিয়ে গেলো, যেন
খোলা দোর। দেয়াল বানায় যারা বোকা বটে তারা।
সারা চোখে-মুখে তার অপেলের ছিবড়ে লেগে আছে,
কষ বেয়ে পড়ে রস, যখন পেয়েছে স্বাদ রসাল ফলের
রোচেনাকো মুখে আর গোচর মাঠের শুকনো ঘাস।"

মোটের উপর এটা নির্বিঘ্নে বলা যায় যে, অনুবাদক ফ্রস্টের কবিতার বার্তা আমাদের কাছে অতি প্রাঞ্জল এবং সার্থকভাবেই পৌঁছে দিয়েছেন। অনুবাদক এখানে সার্থক।

অংগশৈলী ছাপা/বাঁধাই / অংগসজ্জা / মূল্য (সমালোচনা)

বইটির বাঁধাই এবং অঙ্গসজ্জা এক কথায় 'চমৎকার'। প্রচ্ছদে কবির তৈলচিত্রের একটি ফটোগ্রাফ রয়েছে। এটিকে বোধ হয় আরও শিল্পীতভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ ছিলেন। তিন রং এর প্রচ্ছদে সবগুলো রংকে সমানভাবে exploit করা যায়নি। হার্ডবোর্ড বাঁধাই এর উপর মোটা কাগজের জ্যাকেট সমসাময়িকতার নিরীখে অবশ্যই ভালো। জ্যাকেটের ইনার ফোল্ডে ভূমিকাটি খুব একটা সুলিখিত হয়নি বলা চলে। মূলত লুই আন্টারমেয়ারের ভূমিকাংশ এটি; যা সুগ্রন্থিত নয়। এখানে অনুবাদক বা প্রকাশকের উদ্দেশ্য বিধৃত হলেই বোধ হয় ভালো হতো। কারণ লুই আন্টারমেয়ার এবং প্রফেসর কবীর চৌধুরীর ভূমিকা ও পরিচিতির পর এই ভূমিকাংশের কোন প্রয়োজনীয়তা ছিলো মনে হয়না। বইয়ে ব্যবহৃত কাগজ এবং সেলাইকৃত বাঁধাই উত্তম। জাতীয় মুদ্রণ এর ছাপা খুবই ভালো। লিংকম্যান এন্ড কোম্পানী সম্ভবত সে সময়কার শ্রেষ্ঠ ব্লক প্রস্তুতকারক। ব্লকে ছাপা অলংকরণ এর সূক্ষ্ম ডিটেলসমূহ বাদ যায়নি।

সূচিপত্রে কবিতার অনূদিত নামের সাথে মূল ইংরেজী নাম প্রদর্শন করা হয়েছে এছাড়া প্রতিটি কবিতার নীচে ছোট্ট রোমান হরফে মূল ইংরেজী নাম প্রদর্শন করা হয়েছে, এ কাজটি প্রশংসনীয়। ইনারে একাধিকবার বইয়ের টাইটেল প্রদর্শিত হয়েছে, এর যুক্তিসংগত কোন প্রয়োজন ছিলো বলে মনে হয় না। বইটির দাম দেখানো আছে মাত্র তিন টাকা। এই দাম সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কতোটা যুক্তিসঙ্গত বলা রীতিমত গবেষণাসাপেক্ষ। তবে মূল্য সূচকের হিসেবে এই দাম যথেষ্ট সহনীয় প্রতীয়মান। প্রচ্ছদে ব্যবহৃত তেলরং এ কবির ছবিটি পুনরায় ভূমিকার পূর্বে আলাদা প্লেটে ছেপে যোগ করা হয়েছে, এখানে ভিন্ন চিত্র ব্যবহৃত হলে ভালো হতো।

বিষয়বস্তু

সংকলনের নির্বাচিত কিছু কবিতা

রবার্ট ফ্রস্টের মোট ৫০টি নির্বাচিত কবিতার সম্মিলন ঘটানো হয়েছে এই সংকলনে। তাঁর কাব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠনের জন্য সম্পূর্ণ বইটির বিষয়বস্তু এবং একই সাথে ফ্রস্টের কাব্যচিন্তা সম্পর্কে বোঝার জন্যে অধিকতর নির্বাচিত ক'টি কবিতার বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হলো।

The Tuft of flower (ফুলের গুচ্ছ)

এটি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা। মানবিক সংযোগের পূর্ণ সূরটি বর্ণিত হয়েছে এই কবিতায়। এমনকি যাদের ধারণা যে,তারা সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে একা-একা কাজ করে; তাদের মধ্যেও একটা যোগাযোগ রয়েছে।

The Vanishing Red (বিলীয়মান লাল)

এই কবিতায় ফুটে উঠেছে ফ্রস্টের ট্রাজিক দৃষ্টিভঙ্গী। সাধারণত দি ভ্যানিশিং রেড বলতে রেড ইন্ডিয়ানদের ক্রমবিলুপ্তির কথা বোঝানো হয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা গোটা আঞ্চলিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ফ্রস্টের কবিতাবলীর কুশীলবদের চেনা যায় তাদের হাস্যরস বোধের মারফত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শান্তশিষ্ট, কেউ কেউ হৈ চৈ পছন্দ করা আমুদে লোক, কেউ কেউ বাচাল, আবার কেউ কেউ স্বল্পভাষী। কবিতাগুলো ছোট; একজন সমালোচকের মতে সেগুলো গ্রানাইটের মতো নিরাবরণ।

Love and a Question (প্রেম এবং একটি প্রশ্ন)

কবিতাটিতে একটি কাহিনী কিংবা তার অংশ বর্ণিত হয়েছে। আসলে পরিশেষে কি ঘটেছে তা পাঠককে আঁচ করে নিতে হবে। কবিতার পটভূমি অত্যন্ত বাস্তব। গ্রামের একটি বাড়ী, একজন লোক আর তার তরুণী বধূ, আর রাতের সেই অচেনা অতিথি, এই নিয়েই কবিতা। কিন্তু কেমন গা ছমছম করা আবহাওয়া। অচেনা লোকটার বর্তমান পরিচয় ছাপিয়ে উঠছে অন্য এক পরিচয়। শিরোনাম অনুযায়ী কবিতাটি একটি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।

The Hill Wife (পাহাড়ী ঘরণী)

দি হিল ওয়াইফ-এ পাঁচটি কবিতা গ্রথিত। ৫টি ছোট ছোট লিরিক। এখানে ফ্রস্ট-এর আশ্চর্য বাণী মাধুরীতে ফুটে উঠেছে ভয়, ভালোবাসা আর নিঃসঙ্গতার চিত্র। বিশেষ করে 'লোনলিনেস' এবং 'দি স্মাইল' এই দু'টি অংশে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে অসচেতন পাহাড়ী ঘরণীর মর্মবেদনা।

The Telephone (টেলিফোন)

কখনো কখনো বলা হয় ফ্রস্ট এতো মিতভাষী যে, তাঁকে নৈর্ব্যক্তিক বলা চলে। প্রেমের কবিতায় তিনি নিজের সম্পর্কে কিছুই উচ্চারণ করেননি-এমন কথাও শোনা যায়। কিন্তু এই উক্তি আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। ফ্রস্ট প্রত্যেক কবির মতোই তাঁর নিজের সত্তাকে ব্যক্ত করেছেন সমগ্র রচনাবলীতে। কী তাঁর দৃষ্টি কুশীলবের প্রতিকৃতিতে, কী তার আত্মপ্রকৃতি/আত্মপ্রতিকৃতিতে; সর্বত্রই ফ্রস্টের ব্যক্তিস্বরূপ পরিস্ফুট। দি টেলিফোন কবিতাটি হাল্কা ধরনের। কিন্তু মনে রাখতে হবে হাল্কা অর্থে তরল নয়। কবিতাটির শিল্পসুষমাও অনস্বীকার্য।

The Death of the Hired Man (মজুরের মৃত্যু)

এই কবিতাটি সংকলনের মধ্যে দীর্ঘতম। এটিকে বিভিন্ন ধরনের কবিতা বলা যেতে পারে। যেমন বলা যায়-কাহিনীকাব্য, সংলাপও বলা যায়, এমনকি নাটকও; একাংকিকা হিসেবে সাফল্যের সংগে এ কবিতাটি অভিনীতও হয়েছে। এ কবিতা বা কাহিনীকাব্যের পাত্রপাত্রী তিনজন; একজন চাষী, তার স্ত্রী এবং বুড়ো অক্ষম দিনমজুর। দিনমজুরটি আশ্রয়হীন; কিন্তু ওর মধ্যে গর্ববোধটুকু জাগ্রত। যে চরিত্রটি সবেচেয়ে বেশী প্রস্ফুটিত হয়েছে তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়না একবারও। নানাবিধ কারণে কবিতাটি বিভিন্ন ধরনের পাঠকের কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

কিছু সংখ্যক পাঠক কবিতাটিকে এর সংলাপের সৌন্দর্য, সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে অসাধারণ বোধের জন্যে প্রশংসা করেছেন। এ কবিতার আদ্যন্ত রয়েছে প্রকৃত ক্ষমতার নির্ভুল স্বাক্ষর। আবার এর বাগৈশ্বর্যমন্ডিত বর্ণনায় মুগ্ধ হয়েছেন অনেকে।

Part of a moon was falling down the west
Dragging the whole sky with it to the hills.
Its light poured softly in her lap. She saw it
And spread her appron to it. She put out her hand
Among the harp like morning-glory strings,
Taut with the garden bed to caves,
As if she played unheard some tenderness
That wrought on him beside her in the night.

সম্ভবত কবিতাটির সবচেয়ে বিখ্যাত পংক্তি সেগুলো যেখানে চাষী দম্পতি বাড়ির সংজ্ঞা নিরূপণ করতে চেষ্টা করছে। এখানে কবিতার মেজাজ গেছে পাল্টে; গভীর বেদনাবোধের জায়গায় দেখা দিয়েছে হাল্‌কা শ্লেষ। প্রথমে স্বামীটির বিদ্রুপাত্মক সংজ্ঞা উপস্থাপিত করা হয়েছে এভাবে "Home is the place, where, when you have to go there, They have to take you in" এর জবাবে তার স্ত্রী মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলেছে "I should have called it Something You, somehow, haven't to deserve.

'মজুরের মৃত্যু'র মতো মর্মস্পর্শী উপাখ্যান বিরল। কবিতাটির আদ্যন্ত একটি শান্ত পরিবেশ বিরাজমান বলেই এটি এতো মর্মস্পর্শী হতে পেরেছে। নিচু পর্দার সুরে গড়ে উঠেছে এই কাহিনী। এই কবিতা যেন চুপি চুপি বলা, তাই আড়ি পেতে শুনতে হয় প্রতিটি উচ্চারণ।

The flower Boat (পুষ্পতরী)

কোন কোন গ্রামে বিশেষত ছোট শহরগুলোয়, যেখানে মৎস্য সম্পদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে প্রধান শিল্প, সেখানে প্রায়শই দাঁড় টানা নৌকো, সমুদ্রগামী ছোট ডিঙ্গি চোখে পড়ে। সেগুলো রাখা থাকে সাজানো গোছানো লন্ এর উপর। তখন সেই নৌকো ভরা থাকে মাছে নয়, ফুলে। এই দৃশ্য বেমানান হলেও অতি সাধারণ। কিন্তু কবি দৃশ্যটির বেখাপ্পা ধরন, চেনা আর অচেনার সংমিশ্রণের চেয়ে বেশী কিছু দেখাতে চেয়েছেন এখানে। তিনি পুষ্পতরী এবং আরেকটি ভ্রমণের কল্পনাকে প্রসারিত করে দিয়েছেন অজানায়।

চিনির বাগানে সন্ধ্যা (Evening in a sugar Orchard)

অন্ধকার বন, উজ্জ্বল সমুদ্রতীর, মজা নদী প্রসারিত গাছপালা আর তরঙ্গায়িত বালিয়াড়ি দেখে কবি মুগ্ধ হয়েছেন বারবার। যেভাবে তুষার অদৃশ্য হয়ে যায় তা দেখেও কবি মুগ্ধ। তুষার যখন অদৃশ্য হয় তখন কিছুই সাদা থাকে না আর, সাদা থাকে শুধু:

"... here a birch

And there a clump of houses with a church."

তুষার ভারাক্রান্ত বন শুধু একটি পটভূমি কিংবা শীতল মৃত্যুর নৈরাশ্যজনক অনুস্মারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়না। পক্ষান্তরে কবি নক্ষত্রপুঞ্জের অক্ষয় সান্ত্বনার কথাই বলেন আর জানান পুনরুজ্জীবনের বিজয় বার্তা।

Sitting by a bush in broad Sunlight"

(স্পষ্ট দিবালোকে একটি ঝোপের পাশে বসে)

কবিতাটি শেষ হয়েছে এক অবিচল বিশ্বাসের সুরের মধ্যদিয়ে। ফ্রস্টের লিরিক মালার অন্যতম উজ্জ্বল মুক্তো নিঃসন্দেহে "Stopping by woods on a snowy evening" নামক গীতি কবিতাটি। এর আবেদন মনের পরতে পরতে সঞ্চারিত হয় ফ্রস্টের বাক প্রতিভার যাদুবলে।

বরার্ট ফ্রস্ট ঃ কবি প্রতিকৃতি

রবার্ট ফ্রস্টের কাব্য বিচিত্র এবং বহুমুখীন। যে কোন মহৎ সৃষ্টির মতোই তাঁর কাব্য একাধিক স্তরে উপভোগ্য। কিন্তু তা কখনোই শুধু শব্দের কারসাজি বা কষ্টকল্পিত দার্শনিক দুর্বোধ্যতায় পর্যবসিত হয় না। ফ্রস্টকে কোন এক বিশেষ জাতের কবি, কোন এক বিশেষ গোষ্ঠী কিংবা মতবাদের কবি হিসেবে চিহ্নিত করা শক্ত। তাঁর বহু

কবিতায় বাস্তবতার স্বাক্ষর যেমন স্পষ্ট, তেমনি তাঁর অনেক রচনায় অবাস্তব কুহেলিকা ঘেরা রহস্যময় জগতের স্বীকৃতিও দ্বিধাহীনভাবে উপস্থাপিত।

নাটকীয় ঘটনার সংস্থাপনে কথ্যভাষার সুনিপুণ প্রয়োগে, কাহিনী পরিবেশনের আশ্চর্য দক্ষতায় তাঁর কাব্য যেমন একদিকে উজ্জ্বল, তেমনি গীতিকবিতার কোমল মাধুর্যে অন্যদিকে সরস।

ফ্রস্টের কবিতায় প্রকৃতি অত্যন্ত প্রাণবন্তরূপে উপস্থাপিত। গাছপালা, পাহাড়, বন, নদী, ঝরণা, তুষার, বরফ তাঁর কবিতার একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। সেই সঙ্গে প্রকৃতির সাথে অতি নিকট সম্বন্ধে জড়িত প্রাণী জগৎ ঃ পাখি, ভোমরা, ঘোড়া, কাঠবিড়ালী, মৌমাছি প্রভৃতির সাক্ষাৎও আমরা তাঁর কবিতায় অহরহ পাই। ফ্রস্টের কবিতা থেকে এখন এগুলো ছেঁটে ফেললে শুধু যে বহিরঙ্গের দিক থেকেই তাঁর কাব্য দরিদ্রতর হবে তাই নয়, তাঁর অন্তরঙ্গ নিবিড় পরিচয়ও প্রভূত পরিমাণে ব্যাহত হবে। কারণ ফ্রস্টের কাব্যে অনেক সময় প্রকৃতি রূপক বা প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও তার সত্যিকারের ভূমিকা বৃহত্তর। জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখযোগ্য পরিচয় কবির প্রকৃতি সম্পর্কিত বহু কবিতায় স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত Birches কবিতার কথাই ধরা যেতে পারে। সহজ সরল বর্ণনার স্তরে কবিতাটি পরম উপভোগ্য। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেই কেবল বাস্তব তথ্যের খুটিনাটির সঙ্গে আবেগের ব্যঞ্জনা মিলিয়ে এরকম বর্ণনা সম্ভব।

ফ্রস্টের কাব্যে প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কি হার্ডির রচনায় যেমন প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট উচ্চারিত দার্শনিক তত্ত্বনির্ভর মতামত দেখতে পাওয়া যায়, ফস্টের কাব্যে তেমন পাওয়া যায় না। অবশ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের অনেক চিত্র আমরা ফ্রস্ট-কাব্যে পাই। প্রকৃতির সঙ্গে সুসামঞ্জস্য সদ্ভাব স্থাপনের মাধ্যমেই জীবন সহজ ও সুন্দর হবে সে ইঙ্গিত তাঁর একাধিক কবিতায় উপস্থিত। The Ax-Helve কবিতায়, কি হাতিয়ার তৈরীতে, কি শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ প্রবণতার বিকাশ সাধনের প্রতিই জোর দেয়া হয়েছে। Brown's Descent কবিতায় ব্রাউন-

bowed with grace to natural law;

এবং Blue Berries কবিতার লোরেনও প্রকৃতির সাধারণ নিয়মকে মেনে নেয়-

Just taking what nature is willing to give.

কিন্তু ফ্রস্টের অনেক কবিতায় এই রকম সুস্পষ্ট নির্দেশনাতো নেই-ই; বরং তার জায়গায় যেন ইচ্ছাকৃতভাবে একটা অস্পষ্টতা আরোপিত। এ কথা বলতেই হবে যে, ফ্রস্টের প্রকৃতি সম্পর্কিত বই কবিতা গীতি কাব্যের আবেগধর্মীতায় উষ্ণ। কোন

একটি বিশেষ অঞ্চল, কোন একটি বিশেষ কাল ও অনুভূতির সূর তার অনেক কবিতায় অতি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠে পাঠকচিত্তে গভীরভাবে স্পর্শ করে। তার একটি কারণ অবশ্যই বিচিত্র ভান্ডার সম্পর্কে কবির ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং আরেকটি কারণ তাঁর কবিতার অনায়াস গতিভঙ্গী ও ছন্দের মাধুর্য।

উপসংহার

ফ্রস্টের নির্বাচিত কবিতার এই সংকলনটি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাব্য প্রতিভা, কর্ম ও কবিতার বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিত সামনে চলে আসে। এই অংশটি বিশাল, তাকে ক্ষুদ্রতর এই পরিসরে আবদ্ধ করার চেষ্টা নিতান্তই বাতুলতা।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের কারিকুলাম এর অংশ হিসেবে পুস্তকটির সমালোচনা করাকে আমি 'নিতান্তই দায়বদ্ধতা' হিসেবে দেখিনি; বরং একজন মহান কবির অমর সৃষ্টির সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ নিয়েছি পুরোপুরি। বোধন ও প্রকাশের সীমাবদ্ধতার দায় আমার নিজের।

সমকালীন আমেরিকার সবচেয়ে বড় কবি বলে পরিচিত হওয়ার বহু পূর্বে রবার্ট ফ্রস্ট নিজের হাতে চাষের কাজ করতেন। তারো আগে ম্যাসাচুসেটস্ এর একটি মিলে সুতা গুটানোর কাজ করতেন। তাছাড়া জুতা তৈরী ও গাঁয়ের স্কুলে শিক্ষকতার কাজেও তিনি নিযুক্ত ছিলেন। অন্যান্য কবিদের মতো তাঁকেও শ্রমশিল্পে ব্যর্থতার পরিচয় দিতে দেখা যায়নি'। তাঁর একক শক্তি ও গভীর আত্মপ্রত্যয়, তাঁর মানবসত্তা ও কাব্যকর্মে সমভাবে বিদ্যমান। কবির জীবনের এই দিকটি আমাকে দারুণ আকৃষ্ট করেছে।

বইটি বেছে নিয়েছি মূলত ফ্রস্টের কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে সহজাত কৌতুহল বশত ধারণা গঠনের জন্যে; বিশেষত প্রায় তিনদশক আগের একটি প্রকাশনার মান সম্পর্কে জানার জন্যে। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে অবশ্যই এটি অত্যন্ত উন্নতমানের প্রকাশনা। তাছাড়া বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম একজন দিকপালকে দেশের সাহিত্যানুরাগীদের নিকট পৌছে দেবার জন্যে অনুবাদক শ্রদ্ধেয় কবি শামসুর রাহমান এবং খোশরোজ কিতাবমহল সহ প্রকাশনার উপযোগী সবাই প্রশংসা পাবার যোগ্য।

লেখকের প্রতি জ্ঞাতব্য

- ✡ লোক প্রশাসন সাময়িকীতে লোক প্রশাসন, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, পরিবেশ, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশের ঘটনাবলী, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণাধর্মী, বিশ্লেষণমূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ মৌলিক প্রবন্ধ ও পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত হয়।
- ✡ রিপোর্ট সাইজের কাগজে এক পৃষ্ঠায় টাইপকৃত কিংবা স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত লেখা/প্রবন্ধ মূলকপিসহ মোট ৩ (তিন) কপি সম্পাদক, লোক প্রশাসন সাময়িকী, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।
- ✡ লেখা/প্রবন্ধ ৬,০০০ শব্দ (মুদ্রিত ২০ পৃষ্ঠা) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়।
- ✡ পূর্বে অন্য কোন পত্রিকায়/গ্রন্থে প্রকাশিত লেখা মনোনীত হবে না।
- ✡ লেখা মনোনয়নের এবং পরিমার্জন/অংশবিশেষ বাতিল করার পূর্ণ অধিকার সম্পাদনা পরিষদের রয়েছে। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না।
- ✡ মুদ্রিত প্রতি পৃষ্ঠার (৩০০শব্দ) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

বিপিএটিসির প্রকাশনা বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্য
কেন্দ্রস্থ অনুষদ ভবন-২, এর ৩য় তলায় প্রকাশনা শাখার দপ্তরে তালিকাভুক্ত বই, পুস্তক ও জার্নাল পাওয়া যায়।
কেন্দ্র থেকে সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বই, পুস্তক ও জার্নালের বিক্রয় মূল্যের উপর সাধারণত ৫০% কমিশন দেয়া হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রকাশিত পুস্তক/পত্রিকা ও মূল্য তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম ও লেখক	প্রতি কপির দাম	কমিশনসহ প্রতি কপির দাম
1.	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা	৪০/০০	টাকা ঃ ২০/০০
2.	বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন জার্নাল	৪০/০০	টাকা ঃ ২০/০০
3.	লোক প্রশাসন সাময়িকী	১৫/০০	টাকা ঃ ৭/৫০
4.	Post-entry Training in Bangladesh Civil Service: The Challenge & Response	40/00	Tk. 20/00
5.	Career Planning in Bangladesh	120/00	Tk. 60/00
6.	Co-ordination in Public Administration in Bangladesh	100/00	Tk. 50/00
7.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা	১২০/০০	টাকা ঃ ৬০/০০
8.	Sustainability of Project For Higher Agricualtural Education	40/00	Tk. 20/00
9.	Approaches to Rural Health Care: A Case Study of Ganoshasthaya Kendra	40/00	Tk. 20/00
10.	Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of Rural Development Project In Bangladesh	40/00	Tk. 20/00
11.	Sustainability of Primary Education Project in Bangladesh	40/00	Tk. 20/00
12.	Handbook for the Magistrates	100/00	Tk. 50/00
13.	A Study of the use of Computer	50/00	Tk. 25/00
14.	সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি	125/00	Tk. 62/50